৪।

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 20 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরও দু'হাজার শিক্ষক নেয়া হচ্ছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরও দুই সহস্রাধিক সহকারী শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হবে। আগামী মার্চ মাসে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। পূর্বের নীতিমালা অনুযায়ী কোটা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এসব শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জানা যায়, সারা দেশে এখনও ১২ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। বর্তমান সরকারী স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রতি বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক থাকার কথা। এই হিসাবে দেশের আরও ১২ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন।

সূত্র জানায়, '৯৭ সালের ২০ জুন সারা দেশে একযোগে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় পর্যাপ্ত পরীক্ষার্থী পাস করেনি। সরকার প্রায় ৬ হাজার শূন্য পদের বিপরীতে দরখাস্ত আহ্বান করেছিল। এসব পদের জন্য ৩ লাখ ১৩ হাজার ১শ' ৪৭ প্রার্থী আবেদন করেন। এদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় ৫ হাজার প্রার্থী। এই ৫ হাজার প্রার্থীকে ২৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। ইতোমধ্যে মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। জানা যায়, ৬ হাজার পদ পূরণের ইচ্ছা থাকলেও লিখিত পরীক্ষায় পাস করেছে ৫ হাজার। এই পাঁচ হাজারের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষায় আবার কিছু প্রার্থী বাদ পড়বে। সব মিলিয়ে এখানে প্রায় দু'হাজার পদ ভবিষ্যতে আবারও খালি হবে। এই দু'হাজার বাদ দিয়েই আগামী মার্চে আরও দু'হাজার পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হবে।

সূত্র জানায়, বর্তমান সরকারের আমলে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। বিএনপি সরকারের আমলে কেবল লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে যে, তখন ইচ্ছা ও পছন্দমতো প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ করা হয়। তখনকার নিয়োগে তদবির ও অর্থ প্রাধান্য পেয়েছিল। বর্তমান সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে এখনও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেনি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্টরা চেষ্টা করছেন।

প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আজিজ আহমেদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, অচিরেই দু'হাজার শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশে এখন প্রায় ১২ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। আজিজ আহমেদ জানান, '৯৭ সালে যত শূন্য পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল তত প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় পাস করেনি। আমরা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ইংরেজী ও অংকে যে সব প্রার্থী শতকরা ৮০ ভাগ নম্বর পেয়েছে তাদের পাঁচ বোনাস দেবার জন্য। কিন্তু তাতেও উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা বাড়েনি। মহাপরিচালক আরও জানান, মহিলা কোটা শতকরা ৬০ ভাগ পূরণ কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। কারণ মহিলারা কম পাস করেছে। আজিজ আহমেদ চৌধুরী বলেন, যে দুই সহস্রাধিক পদে শিক্ষক নেয়া হবে তার প্রায় অর্ধেক পূরণ করা হবে সিলেট বিভাগ থেকে। কারণ এ বিভাগে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে দু'একজন শিক্ষক রয়েছেন।